

আফগান রণাঙ্গনে শহীদ হওয়া বাংলাদেশের বীর মুজাহিদ আব্দুর রহমান ফারুকীর দূর্লভ ঘটনা

(এই অংশটুকু “লাহোর থেকে কান্দাহার” বই থেকে নেওয়া হয়েছে)

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীঃ আফগানিস্তানে রুশবিরোধী জিহাদে শহীদ হয়েছিলেন বাংলার এক কৃতি সন্তান মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী(রহঃ)। ছোটবেলায় আমি তাঁর স্নেহ ও সংস্পর্শ পেয়েছিলাম। আফগানিস্তানে এসে সংবাদ পেলাম দীর্ঘদিন শহীদ কমান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী(রহঃ) আপনার সাথে ছিলেন জিহাদের ময়দানে। তাঁর একজন স্নেহভাজন হিসেবে আমি আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

মোল্লা পীর মুহাম্মাদ রুহানীঃ (চোখে অশ্রু টলমল করছে) শহীদ কমান্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী(রহঃ) একজন উঁচু স্তরের বীর মুজাহিদ কমান্ডার, মুত্তাকী এবং বিজ্ঞ আলেম-এ-দ্বীন ছিলেন। বীর বিক্রমে শত্রুর উপর হামলা সাথীদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং আমার চিন্তাশক্তিকে স্তম্ভ করে দিতো। বাস্তবে তিনি এত উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আমি তাঁর প্রশংসা করারও যোগ্য নই। আমি আজ তাঁর যতই গুণকীর্তন করবো, বাস্তবিক অর্থে তা কম হবে। একটি ঘটনা বলি। তা থেকেই অনুমান করতে পারবেন তাঁর সাহসের কথা। একবার শহীদ কমান্ডার খালেদ যুবায়ের(রহঃ) লিজা থেকে মারায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পর অন্য একটি আক্রমণ আমাদের জন্য জরুরী হয়ে দাঁড়ালো। দুই স্থানে একসাথে আক্রমণ আমি যুক্তিসম্মত মনে করলাম না। তাই মাওলানা আব্দুর রহমান ফারুকী(রহঃ)-কে পাঠিয়ে দিলাম খালেদ যুবায়ের(রহঃ) কে আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে। আব্দুর রহমান ফারুকী(রহঃ) খালেদ যুবায়ের (রহঃ) কাছে গিয়ে একথা বললে তখনও তিনি দৃঢ় থাকলেন আক্রমণ করতে। আব্দুর রহমান যখন খালেদ যুবায়েরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তখন তিনি রেগে ধমক দিয়া বললেন, আব্দুর রহমান! তুমি আমার নায়েব, অথচ আমার উপর কর্তৃত্ব খাটাতে চাচ্ছে! শেষ পর্যন্ত খালেদ যুবায়ের আক্রমণ করে বসলেন। অনেকে শহীদ হলেন। প্রচুর আহত হলেন। স্বয়ং আব্দুর রহমান ও খালিদ যুবায়ের দুজনই আহত হলেন। আমি ওয়ারল্যাসের মাধ্যমে আব্দুর রহমানকে দ্রুত ফিরে আসতে বললাম। তিনি ফিরে আসলেন। রাস্তায় আমার সাথে দেখা হতেই তিনি দরদের সাথে বলতে লাগলেন, হায়, অমুক শহীদ হয়ে যাবে, অমুক মারাত্মক আঘাত পেয়েছে; ওদের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমি আশ্চর্য হলাম স্বয়ং আব্দুর রহমানের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। অথচ একটিবার নিজের কথা বললেন না। এমনকি আমার সামনে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। আরো আশ্চর্য হবেন শুনলে, পরদিন সকালে জারমনকাইর উঁচু পাহাড়ে আক্রমণের জন্য আমি যখন ক্যাম্পের আটটি গ্রুপকে বললাম তখন একমাত্র আব্দুর রহমান ছাড়া বাকী সাতটি

গ্রুপ এই বলে পিছু টান দিল যে ঐ পাহাড়ে এই মূহুর্তে আক্রমণ করা আত্মহত্যার শামিল হবে।

আমি আব্দুর রহমানকে বললাম আমার আফগানী সাত গ্রুপই পিছু হটে গিয়েছে তুমিও বাদ দাও। তাছাড়া তুমি আহত। প্রতি উত্তরে আব্দুর রহমান আমাকে বললো, আমরা জিহাদে শহীদ হতে এসেছি। আপনি অনুমতি দিন। আমার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি তাঁর ১৭ জন সাথী নিয়ে আক্রমণ করলেন। আল্লাহর সাহায্য আর আব্দুর রহমানের যুদ্ধ কৌশলে এই ১৭ জনই সেই উঁচু পাহাড় দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পাহাড় দখল করা খোস্ত বিজয়ের লক্ষ্যে মুজাহিদদের জন্য ছিল অত্যন্ত জরুরী। খোস্ত দখলে রাখতে রুশদেরও ঐ পাহাড়টি কজায় রাখা ছিলো জরুরী। কত বলবো আব্দুর রহমানের কথা শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পের মাঝে নহরে লিজার তীরে শত্রুর মাইনে আটকা পড়ে আব্দুর রহমান শহীদ হয়ে গেলেন। নহরের তীরেই তাঁর কবর রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের ভিতর তাঁর কবরকে সংরক্ষণের জন্য চারদিকে দেওয়াল করা হবে। ফলে আফগান মুসলিমরা চিরদিন স্মরণ রাখবে, আব্দুর রহমান ফারুকী আফগান মুসলমানদের ঈমান-আকিদা এবং দেশকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে এসে শাহাদাতবরণ করেছেন।

বাংলায় নিয়মিত পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদদের খবর পেতে **বাব-উল-ইসলাম** ফোরামের বাংলা বিভাগে চোখ রাখুন।

ফোরামের বাংলা বিভাগ দেখার ঠিকানাঃ

<http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66>

ফোরামে যোগ দেওয়ার ঠিকানাঃ

<http://bab-ul-islam.net/register.php>

পরিবেশনায়

মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া